যুগান্তর

8 6

ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী

শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে একমুখী শিক্ষা ব্য

শিক্ষার প্রসারে সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০। এটি অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে একটি শুভ উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে এটির বাস্তবায়নে বিভিন্ন কারণে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত আট বছরে অর্থনীতি, সামাজিক অগ্রগতি, সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা, সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সূচকের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। গত আট বছরে তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চপর্যায় সর্বত্র শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এটি একটি বড় সাফল্য। যে কোনো সাফল্যের মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমি বিশ্বাস করি, যখন কেউ কাজ করেন তখন তাকে বিভিন্ন পর্যায়ে কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনাগত কারণে বিভিন্ন জনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ নির্ভরশীলতা অবশ্যই বাস্তবায়নগত কারণে; কিন্তু যারা বাস্তবায়ন করবেন, তাদের মধ্যে অনেক সময় ছদ্মবেশীরা থাকেন— যারা গিরগিটির মতো রং বদলান। আসলে নিয়ম হচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা বৃহত্তর আদলে জনকল্যাণের রূপরেখা দেবেন— সে রূপরেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা কাজ করবেন— এখানে সমাজবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ, সরকারি-বেসরকারি আমলা, প্রশাসনযন্ত্র, সাংবাদিক, আইনজীবী সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করবেন। মাঝে মধ্যে আমাদের সমস্যা হচ্ছে— যে যায় লংকায় সে হয় রাবণ। ফলে অগ্রগতির ক্ষেত্রেও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে যায়। সেগুলোকে Plan-Do-Check-Act-এর আওতায় ঠিক করা জরুরি হয়ে পড়ে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন হলে দেশে একটি একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠত। অথচ বৈপরীত্যের ঘনঘটা ঘটে অন্যখানে। হঠাৎ করে পঞ্চম ও অষ্টম উভয় শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষার আয়োজন করা হল; কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী অন্তত পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা হওয়া উচিত ছিল না। যেহেতু বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ সেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো ভালো নয়। অবশ্য অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যাদের অবস্থা কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মজবুত। তারপরও সরকারি ওই বিদ্যালয়গুলোর মান উন্নত নয়। কেননা কেবল ভৌত অবকাঠামো থাকলেই হবে না— চাই গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষক ও অভিভাবকদের সদিচ্ছা। আসলে একশ্রেণীর শিক্ষাবিদ যারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেন, তাদের ফাঁকি দেয়ার কারণে অভিভাবকরা ওইসব স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠান না। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধিটি দূর করতে হলে অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের মাধ্যমে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয় দায়িত্বের নাম করে বিভিন্ন কাজে লাগায়। অথচ প্রধানমন্ত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের বেতন, মান-মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন এবং শূন্যপদ পূরণের সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। দুর্ভাগ্যজনক, শূন্যপদ পূরণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে। মনে পড়ে দু'বছর আগে একজন সাবেক সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং পাওয়ার পর এক সেমিনারে বলেছিলেন, 'আমাদের নিজস্ব কাজ আছে। তার ওপর অন্য আরেকটি মন্ত্রণালয়ের খবরদারির কারণে কোনো কিছু করা সম্ভব হয় না। সরকারি চাকরি করি বলে এ মন্ত্রণালয়ে পদায়ন পেয়েছি। যদি এখানে থাকি তবে চেষ্টা করব কিছু একটা করার।' বাস্তবতা হল— তিন মাসের মধ্যেই তার ভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং হয়ে যায়। ফলে তার 'কিছু একটা' করা হয়ে ওঠেনি। আসলে বাস্তবতা ও ইচ্ছাবোধ অনেক সময় বিপরীত হয়ে যায়।

আমরা যদি বড় দাগে দেখাতে যাই তবে শিক্ষার চারটি স্তর হচ্ছে— প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রয়েছে মন্ত্রী ও সচিব; কিন্তু তারা কি যথাযথভাবে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন? ইদানীং প্রাথমিক যদি ধরে নিই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত; বাংলা, বিজ্ঞান, অংক, ইংরেজি, ইসলামিয়াতসহ যেসব বই রচনা করা হয়েছে, সেখানে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলা বই গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট, বানান ভুল, এমনকি চিত্রগুলো যাচ্ছেতাই। আবার অসাম্প্রদায়িকতা আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সর্বোপরি জাতির পিতাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। ইসলামিয়াত বইয়ে কিছু ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কথা বলা হয়েছে। আর বিজ্ঞান ও অংক বই পুরোপুরি কোচিং ও গৃহশিক্ষকনির্ভর করা হয়েছে। এ অবস্থার প্রতিকারে অবশ্যই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ওপর বইয়ের বোঝা কমাতে হবে। ছয় বছরের শিশু কী পড়বে আর পনেরো বছরের কিশোর কী পড়বে— দুটোর পার্থক্য যখন সম্মানিত শিক্ষাবিদরা ভুলে যান, তখন সন্দেহ জাগে এরা কি স্যাবোটাজ করছেন? প্রধানমন্ত্রীর আদর্শের প্রতি কি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন? শিক্ষাবিদদের মধ্যেও নানা মানসিকতার লোক থাকতে পারে। তাদের এভাবে ব্ল্যাংক চেক দেয়া হল কেন? জাতিকে যখন সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক তখনই কেন বই রচনাকারীরা এহেন অপরাধ করেছেন? এনসিটিবি তার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না। তাদের ভাবখানা যেন মহাজনস্বরূপ। দুষ্ট লোক কানাঘুষা করে; কিন্তু একজন শিক্ষক হিসেবে ওই কানাঘুষায় কর্ণপাত করতে চাই না। ওপরের দিকে থুতু ছিটালে যে নিজের গায়েও পড়ে! তবে আশ্চর্যের বিষয় শিক্ষামন্ত্রীর বেশকিছু তৎপরতা চোখে পড়লেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎপরতা চোখে পড়েনি। অবিলম্বে শূন্যপদে শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমাদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে কিছু যশধারী শিক্ষক স্বীয় স্বার্থে বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। মধ্য বয়সে এসে বইগুলো পড়তে গিয়ে বারবার শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'র কথা মনে পড়েছে। এসব শিক্ষককে সামাজিক কাঠগড়ায় দুটো কারণে দাঁড় করানো উচিত— ১. শিশুদের বিকাশ সাধনে অন্তরায় সৃষ্টি ও ২. প্রধানমন্ত্রীর মহৎ উদ্দেশ্য, কল্যাণ ও সুন্দর শিক্ষাকে ধূলিসাৎ করা। গ্রন্থগুলো প্রকাশনে যে মন্ত্রণালয়ই আগে কাজ করুক, এখন থেকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। এক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি করে নিজের মন্ত্রণালয় ছেড়ে অন্য মন্ত্রণালয়ের কাজে যাতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বিনীত নিবেদন করছি। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় হোক আর অন্য কোনো দাতাগোষ্ঠীর অনুদানের ভিত্তিতে হোক, যারা পাঠ্যবই প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন; ভুলেভরা, কোচিংনির্ভর বই রচনা করেছেন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য আঞ্চলিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন।

> উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হেকাপে বেশ ভালো কাজ আইকিউসির মাধ্যমে করছে। প্রকল্পটি ২০১৮-তে শেষ না হয়ে আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন থাকবে— বিমসটেকের কার্যপরিধি বিস্তৃত করে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং দেশে একটি বিমসটেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া। প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিলে অসাধু শিক্ষকরা সাবধান হবেন। এ সমাজে অনেক অসাধু শিক্ষক আছেন। যার নৈতিকতা নেই, তার শিক্ষক না হওয়াই ভালো। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছেন।

ধীরে ধীরে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হচ্ছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। পঞ্চম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষা বন্ধ করে কোমলমতি শিশুদের অসহায়ত্বের হাত আর গণহারে গোল্ডেন জিপিএ'র চক্র থেকে বাঁচানো উচিত। শিশুশিক্ষা হবে আনন্দনির্ভর। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চার নম্বর লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ। এ কাজটিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত হতে পারে। সেজন্য সময় থাকতে তাদের ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ভালো শিক্ষক তৈরির জন্য অনেক প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু শিক্ষকতা এমন একটা পেশা যা অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হয়। অবশ্য মানি সেন্ট্রিক সোসাইটিতে অনেকে শিক্ষকতাকে কেবল উপার্জনের উপায় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এ ব্যবস্থাটি বন্ধ হওয়া উচিত। আমি দুটো উদাহরণ দিতে চাচ্ছি— একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১ শিক্ষককে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক ও সিনিয়র শিক্ষক

প্রফেসর
pipulb

First D
Channe
3 Tesla
A new lev
control ov
Philips 3 T
with in-bo
You are em
Routine Sca
Highest res
Most comf
Widest bor
POPULAR